একটি সাহসী ও বিবেকী প্রতিবেদন

দেবী রায়

সালাম আজাদ, হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে ;

স্বতন্ত্র প্রকাশনী, চল্লিশ টাকা, প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫।

অন্নদাশঙ্কর রায় জানিয়েছেন 'এই রকম বই এর আগে কেউ লেখেন নি, কারও এত সাহস হয় নি।' অবশ্য, এত প্রত্যক্ষ সংবেদনশীল ও রূঢ়-প্রতিবেদন মানসিকতায় যাঁরা মৌলবাদী, যেইসব সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব জেনেও তিনি অকপটে বিস্তারিত তথ্য সমেত জানিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন গ্রামের গৃহবধূ থেকে সাধারণ কৃষক, ঋবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যাংকার, আইনজীবী, সরকারী কর্মকর্তা , এন-জি-ও কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানবতাবাদী বহু সজাগ মানুষ। জন্মভূমি তথা জন্ম স্থান, প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। আজন্ম লালিত সেই পরম রমণীয় স্থান ছেড়ে কেন চলে আসতে মানুষ বাধ্য হয়? কেন তারা রাতের অন্ধকারে— চুপিসাড়ে, পালিয়ে আসে নিতান্ত নিপায় হয়ে ? তাদের যন্ত্রণা, তাদের হৃদয়-বিদারক দুঃখ কষ্টের নিদাণ বর্ণনা এ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়। আমরা যারা ঘটনাত্রমে পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছি, তারা কি যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব ঐ তথ্য আর তত্ত্ব, পরিসংখ্যান কতটুকু এ মনে ঢেউ তুলবে? বইয়ের অক্ষর মারফৎ জানা আর জীবনের কষ্টিপাথরে অভিজ্ঞতায় জানা অবশ্য স্বতন্ত্র। জন্মভূমি— মাতৃভূমি ছেড়ে কোন্ পরিস্থিতিতে বা কেন তারা শিকড় উপ্‌ড়িয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারই সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু বিবরণ লেখক সালাম আজাদ এ বইয়ে অতীব ঝুঁকি নিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর প্রা করার সৎ- সাহস বড় সাফল্য বলে মনে করি। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, সঙ্কট মুহূর্তে 'কেন' এ কথা বলার সৎসাহস ইদানীংকালের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্বচিৎ-কদাচিৎ আমরা লক্ষ্য করি। ব্যতিত্রমী মানুষদের মতো ব্যতিত্রমী বুদ্ধিজীবী পৃথিবীর সবদেশে নিশ্চিত আছেন, আঙুলে-গোনা হলেও আছেন, তাঁরা পরম শ্রদ্ধেয় । সময় ও দেশকাল তাঁদের মনে রাখে ।

যে অর্থে, ঋত্বিককুমার ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' 'সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে লক্ষ করেছি, বিবেকী ও মনস্ক-দর্শকরা নিশ্চয় সেসব বিস্মৃত হন নি। যে অর্থে, সংবেদনশীল পাঠকরা বারংবার পড়তে আগ্রহ বোধ করেন যেমন শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' (১৯৪৭) অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড' (১৯৫৭) জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'(১৯৭১), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন রহস্য' (১৯৯২), দেবেশ রায়ের 'দাঙ্গার প্রতিবেদন' (১৯৯৪), আখতাজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) অবশ্য অবশ্য সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন'। এছাড়া, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক মর্মস্পর্শী ভাষায়— দেশভাগের বিষময় পরিণামে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার নিদাণ বেদনা ও ক্ষত অস্তিত্বের মর্মমূলে যে সঙ্কট সৃষ্টি করে তার তুলনা মেলা ভার। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবিস্মরণীয় গল্পের সেই সংলাপ ঃ 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্থান-ও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে।' ইতিপূর্বে, কে না পড়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ', নবেন্দু ঘোষের 'ত্রাণকর্তা', সমরেশ বসুর 'আদাব', প্রফুল্ল র

ায়ের 'রাজা যায় রাজা আসে', কিন্নর রায়ের 'বোকাবুড়ো', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'দীন ইলাহী' প্রমুখের গল্প? এগুলির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

মানুষ তার জন্মভূমি ছেড়ে কেন চিরকালের মতো চলে যেতে বাধ্য হয়? যেমন, লেখক যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, সেসময় তাঁর শৈশবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যে খেলাধূলো করে সমস্ত বিকেল কাটিয়েছিল; তিনি লক্ষ করেন তাঁর ঐ বন্ধুটি 'পরদিন স্কুলে এলো না, তারপরের দিনও না! দুদিন পর খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন, বন্ধুটি চলে গেছে! — কোথায় গেছে?' এক প্রতিবেশী খানিক ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'ইন্ডিয়া'।

প্রিয় বন্ধুকে হারানোর কষ্টে লেখকের বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। কেন ঐসব বন্ধুরা, পতিবেশীরা তাদের বাড়ীঘর, জমিজিরে ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল? যদি চলে যায়-ও তারা যাওয়ার সময় কাউকে বলে যায় না কেন? পরবর্তী কালে হিন্দু অধ্যুষিত বিক্রমপুরের অসংখ্য হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগ করে চিরকালের মত চলে যেতে দেখেছেন লেখক সালাম আজাদ। সেদিনের ঐ 'কেন'— ঐ 'প্রশ্ন' তাঁকে ভাবিয়েছিল এবং এ বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। একথা নিশ্চয় উল্লেখ করা প্রয়োজন 'সহেলী' ত্রান্তিকালে যে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু, সংশয়ের দিনে যাঁর বিশ্বাস একবিন্দুও টলে নি! লেখক লক্ষ্য করেছেন, ও দেশের বহু সম্পন্ন হিন্দু পরিবারকে বাধ্য হয়ে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 'মানবেতর জীবনযাপন' করতে। অসহনীয় ঐ জীবন তাঁকে নিদাণ কষ্ট দিয়েছে। তিনি ধিক্কার স্বয়ং নিজেকে দিয়েছেন। তাঁর বুক ভেঙ্গে গিয়েছে, চোখ ফেটে বেরিয়ে এসেছে অবদ্ধ কান্না। বাংলাদেশের বিবেকবান নাগরিক হিসাবে তাঁর নিজেকে মনে হয়েছে অপরাধী। লেখকের বারবার বলতে ইচ্ছা করেছে, তারা যেন তাদের চিরকালের জন্মভিটে— জন্মভূমিতে ফিরে যান। কিন্তু বলবেন কোন্ সাহসে?---কোন্ মুখে? কেন না, ঐ সব ছিন্নমূল-বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে তিনি তো সক্ষম হবেন না। তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্ভ্রমের একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। তাছাড়া, শত্রু সম্পত্তি আইন তুলে দেওয়া— এমন কি, দেবোত্তর সম্পত্তি রোধ— তাঁর পক্ষে কি সম্ভব হবে ? ইচ্ছাকৃতভাবে, বারংবার হিন্দুমন্দির ও বাড়িগুলোয় নানান ব্যবসায় সংস্থার যে হামলা চলেছিল, তা ঠেকানোর দায়িত্ব খুব সহজ ব্যাপার নয়। মেধাবী হিন্দু যুবকটির তার যোগ্যতার নিরিখে জীবিকার নিশ্চয়তা দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না— হিন্দুদের 'মালাউন' বলে যেভাবে গালিগালাজ করা হয় তার বিদ্ধে খে দাঁড়ানো- ও কি তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল? এদেশের হিন্দুরা ধুতি পরা ছেড়েছেন! যদি কেউ পরেনও তা নিতান্তই উৎসবে-পার্বনে। হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে এদেশের বাঙালীদের পোষাক বলতে ধুতিই ছিল। আর এই 'ধুতি' পরার অপরাধে, লেখক সালাম আজাদের 'বিচার চাওয়া' হয়েছিল। লেখক এসব অকপটে জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক পরিবেশে নিশ্বাস নিতে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এদেশের মানুষ 'বাঙালী' পরিচয়ে গৌরবান্বিত বোধ করত। আর ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বাঙালী পরিচয়ে। একথা সর্বজনস্বীকৃত এবং ঐতিহাসিক সত্য-ও বটে ।

লেখক যথার্থ-ই সংগত প্রশ্ন তুলেছেন, 'এদেশের অপর দু' কোটি বাঙালী নাগরিক কোথায় যাবে?' 'সংখ্যালঘুর মনস্তত্ত্ব কি বলে? ঐসব অসহায় মানুষের আর্তি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিবেকে কোনও সাড়া জাগায়, ঢেউ তোলে? এদেরই একাংশ অবশ্য বিবেককে সাফ রাখার জন্য মিডিয়ার বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন। 'স্যেকুলার সংবিধান' কথাটির অর্থ আমাদের তলিয়ে-ভেবে দেখতে হবে। পৃথিবীর অপরাপর দেশে, যেখানে মৌলবাদীরা ক্রমাগত মাথা চাড়া দিয়েছে, সেখানে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ— বিবেকী মানুষেরা যা লক্ষ করেন তা হল সেই সব দেশের সংবিধানে স্যেকুলারিজম নেই। ফলে, যা হওয়ার তাই ঘটে। সংখ্যালঘু মানুষেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে বাধ্য হন, কখনও বা হয়ে যান তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক! ওদের সংখ্যাগু ও সংখ্যালঘু জনসংখ্যার অনুপাত ৭ঃ১। এদেশ থেকে যেসব সংখ্যালঘু হিন্দু প্রতিবেশী ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের কেউ পুনরায় ফিরে এসেছেন এরকম দৃষ্টান্ত লেখকের অজ্ঞাত। অবশ্য এদেশের কিছু মুসলিম নাগরিক ভারতে যান তা নিতান্ত-ই অর্থনৈতিক কারণে। যেমন গিয়ে থাকেন বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে উন্নত জীবিকার্থে। সাম্প্রদায়িকতার মর্মে ঘূনপোকা, তা হল দারিদ্র। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি। বিদ্বেষের কারণ অজ্ঞতা, অশিক্ষা

লেখক সালাম আজাদের ‘হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে’ এ বই লেখার অভিপ্রায় ছিল না কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও তাদের কাজকর্ম তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে । লেখকের মতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের মূলত পাঁচটি কারণ এ বইয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ সাম্প্রতিক নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক হামলা, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন, দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, সরকারি চাকরিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান। এর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে এবং কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয়। (“ If anyone murders an innocent person.... it will be as if he has murdered the whole of humanity. And if anyone saves a person, it will be as if he saved the whole of humanity”. The Holy Quran. এ বইটি পড়তে-পড়তে যে কোনও পাঠক লক্ষ করবেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বুকের রক্ত ও চোখের জল মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমরাও বিবেকী মানুষের মতো আশা করব এই দাঙ্গা, এই দেশভাগ যেন আর না ঘটে। কোনও সাম্প্দায়িক দাঙ্গা, হামলা, লুঠতরাজ তখনই ঘটে যখন মানুষের শুভবুদ্ধি লোপ পায় । ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে কী ভীষণ মর্মান্তিক হয়েছিল তা কি আজও নিয়ত টের পাওয়া যাচ্ছে না? মানবেতর কোনও সমস্যা যদি আসেও তার সমাধান মানবিকতার মধ্যে খুঁজে নেওয়া দরকার। সব ধর্মের ভিতর রয়েছে প্রেম-ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সর্বোপরি ক্ষমা। হিংসার জবাব কখনও হিংসা হতে পারে না । ধর্মের কাজ, আত্মার শুদ্ধীকরণ। পৃথিবীর সব ধর্মের মূলমন্ত্র একই। ভারতের বাবরি মসজিদ ধবংস নিশ্চিত জঘন্যতম কাজ, ঠিক সে অর্থে ইচ্ছার বিদ্ধে ধর্মান্তরণ, কালী-দুর্গামন্দির ও অন্যান্য মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ধবংস করা। কেন সংখ্যালঘু মানুষরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এসব এ বইয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। যাঁরা এ বইটি আজও পড়েন নি তাঁদেরও পড়া জরি। লেখক সালাম আজাদ-কে সালাম জানাবেন পাঠকরা। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com